অভিপ্রায়পত্র

নাগরিক সম্মেলন ২০২১

গণতান্ত্রিক সুশাসন ও উন্নয়ন: তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা

বৃহস্পতিবার ১১ মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)

(সমাপনী অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ বছরে স্মরণ করি বিগত পাঁচ দশকে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ব্যতিক্রমী ও গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের কথা। এ অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যবান অবদান রয়েছে। আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (*এসডিজি*)-র আলোকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশ-বান্ধব একটি বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ ও কার্যকর অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে, সে কথা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতিমালায় ব্যক্ত করা হয়েছে। *এসডিজি* বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসম্পৃক্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ যে সক্রিয় অবদান রেখে চলেছে, আগামীতেও সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার এ সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি।

এসডিজি বাস্তবায়নের সাফল্য অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনেকাংশেই নির্ভর করবে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ ও সমন্বিত বাস্তবায়নের ওপর। আমরা মনে করি 'কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না' – *এসডিজির* এ আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয় বাস্তবে রূপ দিতে হলে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে সমন্বিত উদ্যোগ আরো বেশি জরুরি। আমরা জানি যে, বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, চর, হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ও প্রান্তিক জনগণের কাছে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের কথা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে, *এসডিজির* ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২টি অভীষ্ট বাস্তবায়নে সমন্বিত স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদার আলোকে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হলে সরকারী পরিসেবাসমুহকে আরো কার্যকরভাবে এসব অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। আর এসব কর্মকৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সরকার-বহির্ভূত বিভিন্ন সংগঠনের সমন্নিত উদ্যোগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই বলে আমরা মনে করি।

একই সাথে আমরা মনে করি যে কার্যকরভাবে স্থানীয় পর্যায়ে *এসডিজি* বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি। এর মাধ্যমে প্রান্তিক এবং বিপন্ন জনসম্প্রদায়ের চাহিদার নিরীখে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমরা মনে করি সিপিডি ও অক্সফাম ইন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থনে গত তিন বছর ধরে চলমান গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা এ ধরণের একটি সক্ষমতা সৃষ্টি করতে পেরেছি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি পরিষেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত সেবার মাঝে যে দূরত্ব সচরাচর বিদ্যমান থাকে তা অনেক ক্ষেত্রেই হ্রাস আমরা করতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা জানি, বিগত এক বছরে কোভিড-১৯ অতিমারি স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই অতিমারি মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করেছেন এবং বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। দুর্যোগকালীন এ সময়ে এসব উদ্যোগ ও পরিষেবার কার্যকারীতা বাড়তি গুরুত্ব বহন করে। আমাদের কার্যসূচীর আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে এই সকল পরিষেবা বাস্তবায়নের মূল্যায়ন এবং এ ধরণের পরিষেবার বাস্তবায়নকে কার্যকর ও সফল করতে এ প্রকল্পের আওতায় যে সামাজিক 'জবাবদিহিতা টুল' প্রণয়ন করা হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই 'টুল' প্রকল্পের আওতাধীন ১৩টি উপজেলায় সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় উদ্যোগে প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবার কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় জনগণই সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য সিবিও নেতাদের নিয়ে যে 'সোশ্যাল অডিট দল' গঠন করা হয় তারা জিজ্ঞাসাপত্রের মাধ্যমে ও সিবিও সদস্যদের সহায়তায় কৃষি ঋণ, জিআর চাল এবং যুব কর্মসংস্থান বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এসব তথ্যের ভিত্তিতে ১৩টি এলাকায় ১৩টি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে বর্তমান অভিপ্রায়পত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি পরিষেবাকে আরও কার্যকর করতে উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রে তৃণমূলের যে প্রত্যাশা রয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

কৃষি ঋণ

- কৃষি ঋণ সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষক বাছাই-এর লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে সদস্য করে কৃষক তথ্যভাণ্ডার (ডেটাবেজ) কমিটি গথন করতে হবে। তাদের সহায়তায় হালনাগাদকৃত তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করতে হবে

- কৃষি ঋণ সুবিধা প্রান্তিক কৃষকের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর জন্য জামানত ও গ্যারান্টার ইত্যাদি ব্যতিরেকে এবং তদবির ও দালালের প্রভাবমুক্ত ভাবে ঋণ প্রদানের জন্য সিবিও প্রতিনিধিদের এ কাজে সংযুক্ত করতে হবে
- চাহিদা অনুযায়ী ঋণের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং চাহিদা নির্ধারণের জন্য সক্ষমতা তৈরিতে সরকারি উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ঋণের জন্য আবেদন করার পর কত সময়ের মধ্যে ঋণ বরাদ্দ হবে তার সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- কৃষি ঋণের সুদের হার কম রাখতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের বর্তমান সময়সীমা বাড়াতে হবে
- কৃষি ও শস্য বীমা চালু করে লাভজনক কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনে ক্ষুদ্র কৃষককে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে
- কৃষক ও ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে সরাসরি মতবিনিময়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সংগঠনসমূহ এলাকভিত্তিক নিয়মিত সংলাপের আয়োজন করবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকতে হবে
- কৃষিকর্মে নিয়োজিত জনগণের কাছে নিয়মিত ও সহজভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন মাইকিং, উঠান বৈঠক ও ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালাবে
- আধুনিক কৃষি কাজ এবং নতুন ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার জন্য এবং এসব বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন এবং এজন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে খাস জমি ও পতিত জমি বিতরণ করতে হবে এবং তাদেরকে ঋণ সুবিধা দিতে হবে

জিআর চাল

- তৃণমূল পর্যায় থেকে সঠিক চাহিদা নিরূপন করে সে অনুযায়ী জিআর চাল বরাদ্দ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্রের হার, জনসংখ্যা, বেকারত্বের হার ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে
- সরকারি নির্দেশনার নীরিখে জিআর চাল বিতরণ সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সংগঠনসমূহকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- সরকারিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার (ডেটাবেজ) প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে বাস্তবায়িত হবে ও সংরক্ষিত থাকবে। ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে হালনাগাদকৃত এ তথ্যভাণ্ডার ত্রান ও সাহায্য বিতরণে স্থানীয় চাহিদা নিরুপনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে

- উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুতিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, সামাজিক সংগঠন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এনজিওদের অন্তর্ভুক্ত করার যে নিয়ম রয়েছে তা কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে নিয়মিত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে
- আগে থেকে উপকারভোগীদের তালিকা সম্পর্কে মাইকিং এর মাধ্যমে গ্রামবাসীকে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে তালিকা টাঙ্গিয়ে, ও এস.এম.এস ও স্থানিত ক্যাবল টিভি-র সহায়তা নিতে হবে

যুব কর্মসংস্থান

- শ্রম বাজারের চাহিদার নিরীখে বর্তমানে যেসব প্রশিক্ষন ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলিকে পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা সূচীর আধুনিকায়ন করতে হবে এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। স্থানীয়ভাবে কর্ম-সুযোগ অফিস স্থাপন করে প্রশিক্ষনপ্রাপ্তদের কাজে নিয়োজন করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে হবে
- প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে; প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রাপ্তিতে অনৈতিক লেনদেন বন্ধ করতে হবে। সুপারিশ নয়, প্রয়োজন ও চাহিদার নিরীখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে
- প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সনদপ্রাপ্তদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে যারা স্বকর্মসংস্থান করতে চান তারা প্রয়োজনীয় পুঁজি পেতে পারেন। বাজেটে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে। জামানত ছাড়া বা ন্যূনতম জামানতে ঋণ প্রদান করতে হবে
- স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের সাথে প্রশিক্ষন প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে যাতে শ্রমবাজারের চাহিদা সম্বন্ধে অবহিত করা সম্ভব হয়
- নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে এবং নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের জন্য যে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়ে উপজেলা-ভিত্তিক নিয়মিত তথ্য দিতে হবে
- যুব উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, ক্যাবল টিভি, কম্যুনিটি রেডিও এবং ডিজিটাল ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তৃণমূলে সংবাদ পৌঁছানোর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে
- বিশেষ করে যারা বিদেশের শ্রম বাজারে যেতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সরকারি উদ্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্র, বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত যুবদের, বিশেষ করে নারীদের, অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন নিয়মিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এ বিষয়ে কি পদ্দক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন

পরবর্তী করণীয়

এই অভিপ্রায়পত্রে প্রণীত সুপারিশসমূহ মহান জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়য়ের স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। আমরা আশা করছি, সরকারি নীতিমালায় অভিপ্রায়পত্রটির সুপারিশসমূহের প্রতিফলন ঘটবে এবং তা স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজির অন্তর্ভুক্তিমূলক বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমরা এ অভিপ্রায় পত্রের সুপারিশসমুহ বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধি ও স্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহনের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি। আমরা মনে করি এ লক্ষ্যে নাগরিকবৃন্দের সাথে স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিনিধিরা একটি সামাজিক চুক্তি বা সোশাল কন্ট্রাক্ট করলে এসব কর্মসূচী আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। আমরা মনে করি এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী হবে এবং তৃণমূলে *এসডিজির* স্থানীয়করণে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রান্তিক জনগণের আকাঙ্খার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরীখে *এসডিজি* বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড আগামীতে আরো জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এ লক্ষ্যে আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করে যাব। সিপিডি, অক্সফাম ইন বাংলাদেশ ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এ লক্ষ্যে যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে আমরা তার সাথে যুক্ত থেকে ও সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে সে সম্মিলিত উদ্যোগকে শক্তিশালী করব।

এই প্রকল্পের আওতায় সিপিডি ও অক্সফামের যৌথ উদ্যোগে এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত ১১ মার্চ, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত "গণতান্ত্রিক সুশাসন ও উন্নয়ন: তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা" শীর্ষক সম্মেলনে অভিপ্রায়পত্রটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো।